মেহেরপুরে জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধে আহত ৩ , থানায় অভিযোগ

মেহেরপুরের শ্যামপুর ইউনিয়নের ঢুসারপাড়া গ্রামে জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জেরে মৃত আজাহার আলীর ছেলে মোঃ বানাত আলী (৬৫), তার ছেলে রফিকুল ইসলাম (৪৫) ও রফিকুল ইসলামের স্ত্রী মোছাঃ আলতাফন (৩৬) কে এলোপাতাড়ি মারধরের অভিযোগ উঠেছে।

আজ শনিবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে শ্যামপুর ইউনিয়নের ঢুসারপাড়া গ্রামের বর্গীপাড়া মাঠে এ ঘটনা ঘটে। আহত মোঃ বানাত আলী ও তার ছেলে রফিকুল ইসলামকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেছে।

অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, আজ শনিবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে মোঃ বানাত আলী ও তার ছেলে রফিকুল ইসলাম বর্গীপাড়া মাঠের পশ্চিম পাশে নিজেদের ধানক্ষেতের ধানের বিচালি বাঁধার কাজ করছিলেন। এ সময় একই এলাকার মৃত আবু তালেবের ছেলে মোঃ মজিবার আলী (৪৫), মোঃ আমির আলীর ছেলে মোঃ ইব্রাহিম (২২), মৃত আবুল কাসেমের ছেলে মোঃ আশিকুর রহমান, মোছাঃ চম্পা খাতুন (৩৫), মোঃ আইয়ুব আলীর ছেলে মোঃ ঝন্টু (২৮) সহ অজ্ঞাত একজন ব্যক্তি পূর্ব শত্রুতার জেরে বাঁশের লাঠি, লোহার রড, কাঠের বাটাম, জিআই পাইপ ও ধারালো হাসুয়া নিয়ে ধানক্ষেতের জমিতে অনধিকার প্রবেশ করে।

আসামিরা মোঃ রফিকুল ইসলামের মাথায় ধারালো হাসুয়া দিয়ে কোপ দেয় এবং বাম হাত দিয়ে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করলে কোপ তার বাম হাতের কব্জিতে লেগে গুরুতর জখম করে। এরপর তিনি মাটিতে পড়লে আসামিরা আরও এলোপাতাড়ি মারধর করে।

রফিকুল ইসলামের স্ত্রী মোছাঃ আলতাফন খাতুন ঘটনাস্থলে গেলে, আসামিরা তার পথ অবরোধ করে, গালাগালি করে, চুল টেনে ধরে এবং শ্লীলতা হানি করে মারধর করে। পরে স্থানীয়রা তাকে ভ্যানযোগে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসে এবং ভর্তি করে। বর্তমানে মোঃ রফিকুল ইসলাম ও তার স্ত্রী মোছাঃ আলতাফন খাতুন মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছেন।

এ বিষয়ে অভিযুক্তদের কারো সাথে যোগাযোগ করা যায়নি।

এ বিষয়ে মেহেরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওচি) শেখ মেজবাহ উদ্দিন বলেন, এ বিষয়ে ভুক্তভোগী থানায় অভিযোগ করেছেন এবং খুব শীঘ্রই এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে বিএনপির সমাবেশ

৭ই নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে বিএনপি এক বিশাল সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে।
আজ শনিবার বিকেলে শহীদ ড. শামসুজ্জোহা পার্কে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশের সভাপতিত্ব করেন পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য, সাবেক সংসদ সদস্য ও বিএনপির মনোনীত প্রার্থী মাসুদ অরুণ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেঞ্জির, জেলা মহিলা দলের সভাপতি সাইয়েদাতুন নেসা নয়নসহ বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ। সমাবেশ শুরু হয় জাতীয় সংগীত ও দলীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাসুদ অরুণ বলেন, দলের নাম ভাঙিয়ে কেউ চাঁদাবাজি করলে তাকে ছাড়া হবে না। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে ধানের শীষের পক্ষে কাজ করতে হবে। ধানের শীষ নিয়ে কাউকে ছিনিমিনি খেলতে দেওয়া হবে না। দেশে ষড়যন্ত্র চলছে আমাদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। নির্বাচন নিয়ে কোনো ছিনিমিনি খেলা খেলতে দেব না। কেউ কেউ মুক্তিযোদ্ধার চেতনা নিয়ে ব্যবসা করছে, আবার কেউ ধর্মের নাম ভাঙিয়ে চলছে এদের থেকে সাবধান থাকতে হবে।

মা -বোনদেরও সতর্ক থাকতে হবে।

মেহেরপুরে প্রাক্তন বিডিআর সদস্যের আত্মহত্যা

মেহেরপুরে হাবিবুর রহমান খোকন (৫০) নামের এক সাবেক বিডিআর সদস্য বিষপান করে আত্মহত্যা করেছেন।

গত বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) দুপুর ১টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। নিহত হাবিবুর রহমান খোকন মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদি ইউনিয়নের বর্ষিবাড়িয়া গ্রামের খলিলুর রহমানের (৭০) বড় ছেলে। তিনি পেশায় প্রাক্তন বিডিআর সদস্য ছিলেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার দুপুরে বিষপান করার পর বিষয়টি টের পেয়ে স্থানীয়রা দ্রুত তাকে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসকরা তাকে ঢাকায় রেফার করেন। কিন্তু ঢাকায় নেওয়ার পথে শুক্রবার রাত ১টার দিকে গাড়ির ভেতরেই তার মৃত্যু হয়।

স্থানীয়রা জানান, হাবিবুর রহমান খোকন ছিলেন সামাজিক স্বভাবের মানুষ। সম্প্রতি অতিরিক্ত ঋণের চাপে তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন। ধারণা করা হচ্ছে, ঋণ পরিশোধে অক্ষম হয়ে হতাশা থেকেই তিনি আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন।

আড়ত থেকে খুচরা বাজার ; সবজির

দাম দ্বিগুণ

মেহেরপুরে সাম্প্রতিক সময়ে সবজির দামে অস্বাভাবিক উর্ধ্বগতি লক্ষ্য করা গেছে। আড়ত থেকে খুচরা বাজারে পৌঁছাতে সবজির দাম প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছে। এতে সাধারণ ক্রেতারা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, অন্যদিকে বিক্রেতারা বলছেন, খরচ ও পরিবহন ভাড়াই দাম বৃদ্ধির মূল কারণ।

মেহেরপুর প্রতিদিনের সাপ্তাহিক অনুসন্ধানের অংশ হিসেবে গতকাল শুক্রবার সরেজমিনে মেহেরপুর পাইকারি ও খুচরা বাজার পরিদর্শন করে জানা যায়, পাইকারি বাজার থেকে খুচরা বাজারে সবজি আসতে দাম কেজিপ্রতি প্রায় ৩০ থেকে ৩৫ টাকা, তারও বেশি বেড়ে যায়।
আলু পাইকারি বাজারে ১৬ টাকা থেকে খুচরা বাজারে ২০ টাকা, পেয়াজ পাইকারি বাজারে ৯০-৯৫ টাকা থাকলেও তা খুচরা বাজারে হয়ে যায় ১১০ টাকা, রসুন পাইকারি বাজারে ৬০ টাকা থেকে খুচরা বাজারে ২০ টাকা বেড়ে ৮০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

কাঁচামরিচ পাইকারী বাজারে ৬০-৬৫ টাকা থাকলেও খুচরা বাজারে এসে হয়ে যায় ৯৫-১০০ টাকা, যা প্রায় দ্বিগুণের কাছাকাছি। আদা পাইকারি বাজারে ১৬০ টা থাকলেও তা খুচরা বাজারে বিক্রি হচ্ছে ২২০ টাকায়।

সবজির মধ্যে, বেগুন পাইকারি বাজারে ৫০ টাকা খুচরা বাজারে ৬০ টাকা, পটল পাইকারি বাজারে ১৫ খুচরা বাজারে ৩০ টাকা, ঢ়েড়স পাইকারি বাজারে ৩০ টাকা খুচরা বাজারে ৪০ টাকা, শাক পাইকারি বাজারে ২৫ টাকা খুচরা বাজারে ৪০ টাকা, করলা পাইকারি বাজারে ১৫-২০ টাকা থাকলেও খুচরা বাজারে ৩০টাকা, শশা পাইকারি বাজারে ৫০-৭০ টাকা খুচরা বাজারে ৭০ -৯০ টাকা, পেপে পাইকারি বাজারে ১৫ টাকা খুচরা বাজারে ২০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

শীতকালীন সবজির মধ্যে শিম পাইকারি বাজারে ৫০ টাকা খুচরা বাজারে ৬০ টাকা, ফুলকপি পাইকারি বাজারে খুচরা বাজারে ৪০-৪৫ টাকা, বাঁধাকপি পাইকারি বাজারে ৩০-৩৫ টাকা খুচরা বাজারে ৫০ টাকা, মূলা পাইকারি বাজারে ১৫-২০ টাকা খুচরা বাজারে ৩০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। টমেটো পাইকারি বাজারে ১০০টাকা খুচরা বাজারে ১৪০ টাকা, গাজর পাইকারি বাজারে ১৪০ খুচরা বাজারে ১৬০ টাকা।

সবজি বিক্রেতারা বলেন, আমরা আড়ত থেকে যে দামে পাই তার সাথে পরিবহন খরচ, দোকান ভাড়া, শ্রমিক মজুরি সঙ্গে বাজারে

প্রতিযোগিতা সব মিলিয়ে খুচরায় না বাড়ালে টিকে থাকা মুশকিল।

মুরগীর বাজরে ব্রয়লার মুরগী ১৮০ টাকা , সোনালী মুরগী ২৮০ এবং লেয়ার মুরগি ৩০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

মাছের বাজারে রুই ৩০০ , তেলাপিয়া ১৬০ , পাঙাস ১৬০ , সিলভার ২০০ , চিংড়ি ৮০০ -৯০০ , জিওল ২৩০ , কৈই ২০০ , ইলিশ ৪৫০ -১০০০ টাকা।

ছাগলের মাংস ১১০০ টাকায় এবং গরুর মাংস সর্বদা ৭৫০ টাকায় অপরিবর্তিত।

তহ বাজারের সভাপতি হাফিজুর রহমান হাফি বলেন , আমরা সব সময় চেষ্টা করি কাচাঁবাজার আমাদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে এবং ন্যায্য মূল্যে ক্রেতার কাছে কাচামাল পৌঁছা দিতে। প্রতিটা সবজি ব্যবসায়িকে বলা আছে সর্বোচ্চ ২০ টাকা পর্যন্ত লাভ করে বিক্রি করতে।

কাঁচামরিচের দাম হাতবদলে প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যায় কেন ? এমন প্রশ্ন করাই উত্তরে তিনি বলেন , কাঁচামরিচ আজ সাকালে ৬০ -৬৫ টাকা ছিলো আড়তে। এই দামে কিনে তারা সর্বোচ্চ ৯০ টাকা পর্যন্ত বিক্রি করতে পারে। কারণ সারাদিনে কাঁচা মরিচ বিক্রি খুব কম হয়।

তিনি আরও বলেন , আমি বাজার পরিদর্শন করে দেখবো কারা কেমন দামে কেনা -বেচা করছে।

মেহেরপুরে বিএনপিতে মনোনয়ন নিয়ে কোন্দল প্রকাশ্যে

মেহেরপুরের দুই সংসদীয় আসন মেহেরপুর -১ ও মেহেরপুর -২ তে বিএনপির অভ্যন্তরীণ কোন্দল এখন প্রকাশ্যে। দলীয় প্রার্থী ঘোষণার পর থেকে দুই আসনেই বিরোধ তীব্র আকার ধারণ করেছে , যার প্রভাব এখন প্রান্তিক পর্যায়ের নেতাকর্মীদের মধ্যেও পড়েছে।

মেহেরপুর -১ আসনে সাবেক সংসদ -সদস্য মাসুদ অরুণ এবং মেহেরপুর -২ (গাংনী) আসনে সাবেক সংসদ -সদস্য আমজাদ হোসেনকে প্রাথমিক মনোনয়ন

দেওয়ার পর থেকেই দুই আসনে ক্ষোভের আগুন ছড়িয়ে পড়ে। এর আগে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন বৈঠকে স্থানীয় নেতারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন-যিনিই দলীয় মনোনয়ন পাবেন, সবাই ধানের শীষের পক্ষে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করবেন। কিন্তু দলীয় মনোনয়ন ঘোষণার পরই সেই অঙ্গীকার বাস্তবে রূপ নেয়নি।

গত বছরের ১৩ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয়ভাবে মেহেরপুর জেলা বিএনপিতে জাভেদ মাসুদ মিল্টনকে আহ্বায়ক ও অ্যাড. কামরুল হাসানকে সদস্য সচিব করে কমিটি গঠনের পর থেকে বিরোধ শুরু হয়। মেহেরপুর সদর আসনে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. কামরুল হাসান পক্ষ বুধবার রাতে বিক্ষোভ মিছিল ও পথসভা করে এবং গত বৃহস্পতিবার রাতে মহিলা দলের বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

বিক্ষোভে কামরুল হাসানসহ বক্তৃতা করেন সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, পৌর বিএনপির সভাপতি লতিব বিশ্বাস, সাধারণ সম্পাদক এহান উদ্দীন।

বিক্ষোভে দাবি করা হয়, মনোনয়ন পুনর্বিবেচনা না করলে মেহেরপুর আসনে বিএনপির পরাজয় নিশ্চিত। তারা প্রকাশ্যে দলের মনোনীত প্রার্থী মাসুদ অরুণের বিরুদ্ধাচরণ করেন। মনোনয়ন পাওয়া মাসুদ অরুণ ইতোমধ্যেই ধানের শীষের পক্ষে গণসংযোগ শুরু করেছেন। তার নেতৃত্বে কর্মীরা গ্রাম-গঞ্জে প্রচার চালাচ্ছেন। মাসুদ আরুণ বলেন, দলীয় মনোনয়ন না পাওয়াতে ক্ষোভ থাকতেই পারে। তবে ঠিক হয়ে যাবে। একই আসনে জামায়াতের প্রার্থী মাওলানা মুহা. তাজউদ্দিন নেতাকর্মীদের নিয়ে দলীয় প্রতীকের পক্ষে আগে থেকেই সক্রিয়। শহর ও উপজেলার বিভিন্ন স্থানে প্রতীক সংবলিত তার পোস্টার ও ব্যানারে দেওয়ালজুড়ে ছড়িয়েছে নির্বাচনি আমেজ।

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে মনোনয়ন পাওয়া সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন পক্ষের সঙ্গে জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসদ মিল্টন পক্ষের বিরোধ চরম আকার ধারণ করেছে। মঙ্গলবার দুপক্ষের সংঘর্ষ, ধাওয়া- পালটাধাওয়া, অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুরের ঘটনাও ঘটেছে। এই দ্বন্দ্বে শুধু শীর্ষপর্যায় নয়, তৃণমূল নেতাকর্মীরাও বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। অনেকে মাঠে কাজ বন্ধ রেখেছেন, কেউ কেউ নিরপেক্ষ অবস্থান নিয়েছেন। বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনের গাংনী কার্যালয়ে এক যৌথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দীন কালুর সভাপতিত্বে

অনুষ্ঠিত যৌথ সভায় বক্তৃতা করেন , উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি রেজাউল হক , উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আওয়াল , জেলা বিএনপির সাংগাঠনিক সম্পাদক আখেরুজ্জামান , গাংনী উপজেলা বিএনপির সাংগাঠনিক সম্পাদক আব্দাল হক , জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাওছার আলী , জেলা মহিলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক লাইলা আরজুমান বানু প্রমুখ। সভায় আমজাদ হোসেনকে দেওয়া দলীয় মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে আগামী ২০ দিন শান্তিপূর্ণভাবে কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দেওয়া হয়।

গাংনী আসনে জামায়াতের প্রার্থী নাজমুল হুদাও প্রচারে ব্যস্ত সময় পার করছেন। ফলে আসনটিতে বিএনপি ও জামায়াতের দুই হেভিওয়েট প্রার্থীর প্রচারণা প্রতিদ্বন্দ্বিতার নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে আলোচনা সভা ও র‍্যালি

ঐতিহাসিক ৭ই নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা বিএনপি ’র উদ্যোগে আলোচনা সভা ও বর্ণাঢ্য র‍্যালির আয়োজন করা হয়।

গতকাল শুক্রবার বিকেল ৪টার দিকে জেলা পরিষদ চত্বরে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভা। পরে সেখান থেকে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে সাহাজীপাড়ার মোড়ে গিয়ে শেষ হয়।

আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা বিএনপি ’র সাবেক সহ -সভাপতি আনসার উল হক। প্রধান অতিথি ছিলেন , জেলা বিএনপি ’র সাধারণ সম্পাদক অ্যাড . কামরুল হাসান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান বলেন , জিয়া পরিবার না থাকলে বাংলাদেশ কোনোদিন ভারতীয় আগ্রাসন থেকে মুক্ত থাকতে পারত না। আজ যে প্রাথমিক মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে , ইনশাআল্লাহ

ভবিষ্যতে আপনাদের জন্য একটি বড় সুসংবাদ আসবে।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন , সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ , মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি ’র সভাপতি আমিরুল ইসলাম এবং জেলা বিএনপির সাবেক সহ -সভাপতি আলমগীর খান ছাতু।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন, পৌর বিএনপি ’র সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন , জেলা বিএনপি ’র সাবেক সহ -সভাপতি হাফিজুর রহমান হাফি , এম.এ.কে খায়রুল বাশার , মীর ফারুক , জেলা বিএনপি ’র সাংগঠনিক সম্পাদক রোমানা আহমেদ, ওমর ফারুক লিটন , পৌর বিএনপি ’র সভাপতি আব্দুল লতিফ , জেলা বিএনপি ’র সাবেক আইনবিষয়ক সম্পাদক আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম , সদর উপজেলা বিএনপি ’র সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম এবং জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আজমুল হোসেন মিন্টু।

মেহেরপুরে সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশে প্রথম মামলা ; আসামি ১৯ জন

মেহেরপুরে কোটি টাকার অবৈধ লেনদেন , ক্রিপ্টোকারেন্সির মাধ্যমে অর্থ পাচার ও ফেসবুক -টেলিগ্রামভিত্তিক প্রতারণা চক্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে পুলিশ। সদ্য কার্যকর হওয়া “সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ ২০২৫ ” এর আওতায় জেলার প্রথম মামলা রুজু হয়েছে নামীয় ১৯ আসামি সহ অজ্ঞাতনামাদের বিরুদ্ধে।

তবে নতুন অধ্যাদেশে জেলার প্রথম মামলাটি নিয়ে জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে গণমাধ্যমকে বিস্তারিত তথ্য না জানালেও বিষয়টি সামনে আসে আসামিদের সূত্রে প্রতিবেদকের হাতে আসা মামলার নথি থেকে। মুজিবনগর থানায় দায়ের করা ওই মামলাটি (নম্বর ৩ , তারিখ ৪ নভেম্বর) থেকে জানা যায় , গত ৩ নভেম্বর বিকেল সাড়ে চারটার দিকে মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর এলাকায় অভিযান চালায় জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ।

অভিযানে অনলাইন জুয়া ও অর্থপাচার চক্রের তিন সদস্য দেলোয়ার হোসেন দিপু (৪০), সুমন আলী (৩৮) ও সাকিবুল ইসলাম (২৩) কে গ্রেপ্তার করা হয়। অভিযান পরিচালনা করেন , জেলা গোয়েন্দা শাখার পরিদর্শক মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরী ও শিমুল কুমার দাস।

ডিবি পুলিশের ভাষ্য অনুযায়ী , এ চক্রটি দীর্ঘদিন ধরে মেহেরপুর , চুয়াডাঙ্গা , কুষ্টিয়া ও আশপাশের এলাকায় অনলাইন জুয়া ও অবৈধ ই -লেনদেনের নেটওয়ার্ক পরিচালনা করে আসছিল। মামলার এজাহারে গ্রেপ্তারকৃতদের সহযোগী হিসেবে আরও ১৬ জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তারা হলেন , মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর গ্রামের মুকুল , শুভ (২২), প্রসেনজিৎ হালদার (২৫), আক্তারুজ্জামান ফিলসন ও শামীম (৩০), মহাজনপুর গ্রামের মিঠু (৪০) ও সোহাগ (৩৮), গোপালপুর গ্রামের বদরুদ্দৌজা রয়েল (৩৭), রসিকপুর গ্রামের সিরাজ (৩৬) এবং মোনাখালী গ্রামের মাহফুজুর রহমান (২১)। গাংনী উপজেলার উপজেলার গাড়াডো গ্রামের তুলিপ হোসেন (৩০), মেহেরপুর সদর উপজেলার বামন পাড়ার রঞ্জু ও রাজু , কোর্ট পাড়ার মোঃ সাজু , শেখ পাড়ার পনির (২৪) এবং স্টেডিয়াম পাড়ার বাপ্পি (৩০) সহ অজ্ঞতনাম আরো অনেককে আসামি করা হয়েছে।

মামলার নথি অনুযায়ী , চক্রটি Binance ও Stake.com নামের আন্তর্জাতিক অনলাইন ক্যাসিনো প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে দেশে -বিদেশে টাকা পাচার পাচার করত। দেশের ভেতরে বিকাশ , নগদ, রকেট ও উপায় অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে কোটি টাকার লেনদেন চালাত তারা। ফেসবুক ও টেলিগ্রাম গ্রুপে দ্রুত আয়ের প্রলোভন দেখিয়ে সাধারণ মানুষকে ফাঁদে ফেলাই ছিল তাদের প্রধান কৌশল।

অভিযানস্থল থেকে উদ্ধার করা হয় একটি টয়োটা প্রিমিও (ঢাকা মেট্রো গ -৪২-৮৩৬৫), চারটি স্মার্টফোন , একাধিক মোবাইল ব্যাংকিং সিম, অনলাইন লেনদেনের তথ্যসম্বলিত নথি ও অন্যান্য ডিজিটাল প্রমাণ। পরে দিপুর বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে জব্দ করা হয় স্যামসাং গ্যালাক্সি এস২৩ আল্ট্রা , ডাচ–বাংলা ব্যাংকের তিনটি কার্ড ও দুটি পেনড্রাইভ।

এই ঘটনায় মুজিবনগর থানায় সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ ২০২৫ -এর ২০(২), ২৪(২) ও ২৭(২) ধারায় মামলাটি দায়ের করা হয়েছে।

উল্লেখ্য মামলাটির দুই আসামি পনির , তুলিপ হোসেনের অর্থ পাচার নিয়ে অতি সম্প্রতি ‘ফ্রিল্যান্সার সেজে হাজার হাজার কোটি টাকা

বিদেশে পাচার ’ শিরোনামে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রথম সারির একটি জাতীয় গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।

মেহেরপুরে মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবিতে মহিলা দলের বিক্ষোভ মিছিল

মেহেরপুর -১ আসনের জন্য দলীয় মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে জাতীয়তাবাদী মহিলা দল , মেহেরপুর জেলা শাখা।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাত আটটার দিকে জেলা বিএনপি ’র কার্যালয় থেকে এ বিক্ষোভ মিছিলটি শুরু হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সামনে গিয়ে সমাবেশে মিলিত হয়।

জেলা বিএনপি ’র সাংগঠনিক সম্পাদক রোমানা আহম্মেদ এর নেতৃত্বে বিক্ষোভ মিছিলে জেলা মহিলা দলের সহ -সভাপতি সাবিহা সুলতানা , জেলা বিএনপি ’র মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা নাজমুন নাহার রিনা , ৪ নম্বর ওয়ার্ড পৌর বিএনপি ’র সভাপতি সালমা খাতুন , আমঝুপি ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডের মহিলা সদস্য মেরিনা খাতুন , মহিলা দল নেত্রী নবীনা মল্লিক , শিমু খাতুন , নাজু , পিয়ারী খাতুন , মুক্তা , রাকিবা , চায়না , কনা, জতি, লাবনীসহ অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা অংশ নেন।

সমাবেশে জেলা বিএনপি ’র সাংগঠনিক সম্পাদক রোমানা আহম্মেদ বলেন , তৃণমূলের মতামত উপেক্ষা করে যারা মনোনয়ন দিয়েছে , তাদের সিদ্ধান্ত অবিলম্বে পুনর্বিবেচনা করতে হবে। মেহেরপুর -১ আসনের জনগণ যোগ্য ও জনপ্রিয় প্রার্থী চায় , দলীয় কোন্দল নয়। তিনি আরও বলেন, দলকে শক্তিশালী করতে হলে তৃণমূলের নেতাকর্মীদের মতামতকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে। অন্যথায় সংগঠনের ঐক্য বিনষ্ট হবে।

মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের বাংলা বিভাগের দশকপূর্তি উদযাপন

মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের বাংলা বিভাগের দশকপূর্তি উদযাপন অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপলক্ষ্যটি ঘিরে বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) কলেজ প্রাঙ্গণের জামতলায় অনুষ্ঠিত হয় আলাপচারিতা, সংগীত পরিবেশনা ও চা আড্ডা।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলা বিভাগের প্রধান কাজী আশরাফুল আলম। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর আব্দুল ওয়াদুদ, উপাধ্যক্ষ প্রফেসর আবদুল্লাহ আল আমিন, ড. গাজী রহমান, মিরাজ উদ্দিন, রূপালী বিশ্বাস ও নারগিস আক্তার প্রমুখ।

দশকপূর্তি অনুষ্ঠানে বিভাগের শিক্ষার্থীরা মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক পরিবেশনা উপস্থাপন করেন। সংগীত পরিবেশন করেন ফৌজিয়া আফরোজ তুলি, মোহনা, পৌলমী কুণ্ডু, ঐতিহ্য শাখারী পৃথা, অনিন্দিতা সরকারসহ বাংলা বিভাগের শিল্পীরা।

মেহেরপুরে পৃথক দুটি মামলায় তিন আসামির জেল-জরিমানা

মেহেরপুরে পৃথক দুটি মামলায় দণ্ডবিধির ৩২৩ ও ৩২৪ ধারায় তিন আসামিকে জেল-জরিমানা দেওয়া হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে মেহেরপুরের চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ শাজাহান আলী এসকল আদেশ দেন।

প্রথম মামলায় শফিকুল ইসলামকে ৬ মাসের কারাদণ্ড ও ১ হাজার টাকা

জরিমানা দেওয়া হয়েছে। অনাদায়ে ১৫ দিনের প্রবেশন কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত।

মামলার বিবরণে জানা যায়, পূর্বের শত্রুতার জের ধরে বাদী ও সাক্ষীদের ওপর আসামিরা অতর্কিতে হামলা চালায়। এতে বাদী হাসুয়া ও লোহার রডের আঘাতে রক্তাক্ত জখম হন। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন।

দ্বিতীয় মামলায়, মোঃ ফজলুল হক ওরফে ফজলুকে ৬ মাসের কারাদণ্ড ও ১ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে ১০ দিনের কারাদণ্ড।
অপর আসামি ইকবালকে ২ বছরের কারাদণ্ড ও ১০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে ১৫ দিনের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

মামলার বিবরণে জানা গেছে, জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে আসামিরা ধারালো দা ও লোহার রড নিয়ে বাদীর বাড়িতে প্রবেশ করে বাদী, তার ভাই বাবলু ও ভাবি কদভানুর ওপর হামলা চালায়। এতে তিনজনই গুরুতর আহত হন।

মামলাগুলোর তদন্ত শেষে পুলিশ আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করে। সাক্ষ্য ও প্রমাণ পর্যালোচনা শেষে আদালত আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় এ রায় ঘোষণা করেন। রায় ঘোষণার পর আসামিদের জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।